কর্মসংস্থান ব্যাংক

(রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ।

বেকার যুবদের বিশ্বস্ত বন্ধু

"শুদ্ধাচার আর শিষ্টাচার
কর্মসংস্থান ব্যাংকের অঙ্গীকার"

বিষয় : কর্মসংস্থান ব্যাংকের সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০২০ এর কার্যবিবরণী।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের সকল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় প্রধান, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও প্রধান শাখার ব্যবস্থাপকের অংশগ্রহণে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০২০ইং ২৩.০১.২০২০ তারিখে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের সম্মানিত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব কানিজ ফাতেমা এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃতাজুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কর্মসংস্থান ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক ও অন্য নির্বাহীবৃন্দ। ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভাটি উদ্বোধনী পর্ব এবং কর্ম অধিবেশন পর্ব এ দু'পর্বে বিভক্ত ছিল। পর্যালোচনা সভার সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব মাহমুদা ইয়াসমীন।

উদ্বোধনী পর্ব:

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। অত:পর প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহীবৃন্দসহ সভায় অংশগ্রহণকারী বিভাগীয় উপমহাব্যবস্থাপকগণ, বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ এবং ব্যবস্থাপক, প্রধান শাখা, ঢাকা তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

স্বাগত বক্তব্য:

সভার শুরুতে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে এবং উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। এরপর তিনি নতুন যোগদানকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের বর্ণনা দিয়ে তাঁকে কর্মসংস্থান ব্যাংকে স্বাগত জানান। তিনি ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় ব্যাংকের বিগত ০৬ মাসের ঋণ বিতরণ, আদায়, খেলাপী ঋণ, শ্রেণীকৃত ঋণ, অবলোপনকৃত ঋণ, মুনাফা অর্জন ও শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিগত ৬ মাসের Performance অনুযায়ী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৪০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে অর্জন ৬৮২.০০ কোটি টাকা যা ৪৯%। ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১১২০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে অর্জন ৬১৮.০০ কোটি টাকা যা ৫৫%। খেলাপী ঋণ ২৫৯.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১০.০০ কোটি টাকা হয়েছে। খেলাপী ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১.০০ কোটি টাকা। শ্রেণীকৃত ঋণ ৭৫.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০.০০ কোটি টাকা হয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.০০ কোটি টাকা। শ্রেণীকৃত ঋণের আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৩.০০ কোটি,আদায় হয়েছে ৫.৭১ কোটি টাকা, অর্জনের হার ১৩%। মুনাফার টার্গেট ছিল ১০০.০০ কোটি টাকা ৬ মাসে অর্জিত হয়েছে ৪৬.০০ কোটি টাকা, হার ৪৬%। অর্থাৎ গত ডিসেম্বরের তুলনায় মুনাফা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানান। তিনি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উৎসাহ বোনাস প্রাপ্তির বিষয়ে আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের ভূমিকাসহ সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উৎসাহ বোনাস প্রাপ্তি ঘটবে বলে জানান। তিনি মুজিব বর্ষ ২০২০ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচী চালুর বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রায় সকল রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এই মুজিব বর্ষ ২০২০ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং উক্ত কর্মসূচীতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। কিন্তু অত্র ব্যাংকের বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচী অন্যান্য ব্যাংকের কর্মসূচীকে ছাপিয়ে FID তে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তাই উক্ত কর্মসূচী সফল করার জন্য প্রায় ২ লক্ষ বেকার যুবদের ঋণ প্রদান করার জন্য সকলকে ঐকান্তিকভাবে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, কর্মসংস্থান ব্যাংকের ফান্ড এর উৎস পরিশোধিত মূলধন। আমাদের অগাধ ফান্ড নেই, যে টুকু আছে তা নিয়ে এই কর্মসূচী সফল করার আহবান জানান। ৮% এর ফান্ড সংগ্রহ করে ৯% এ বিনিয়োগ করছি, তাই কোনো ঋণ যেন খেলাপী না হয় সে দিকে অত্যন্ত সচেতন থাকার কথা বলেন। ছোট ছোট আমানত সংগ্রহ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সর্বশেষে তিনি চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে সফলতা অর্জন করার আশাবাদ ব্যক্ত করে স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন।

সভার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম:

বক্তব্যের শুরুতেই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নাম স্মরণপূর্বক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৩০ লক্ষ শহীদ, জাতীয় চার নেতা ও স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালী জাতি একমাত্র জাতি যারা কথা বলার জন্য জীবন দিয়েছে। আমাদের আছে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ও মহান স্বাধীনতা। তিনি বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল বলে জানান। বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ বিষয়ক কর্মসংস্থান ব্যাংক আয়োজিত কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় এবং ৩০০ কোটি টাকা ফান্ড সংগ্রহের উদ্যোগের কথা বলেন। তিনি ১৩টি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের নিকট Paid up Capital এর বিষয়ে যোগাযোগ করার কথা জানান। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের Fund Collect করার জন্য তিনি সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানান। তিনি CL বৃদ্ধির বিষয়টি উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাদের পুঁজির স্বল্পতায় CL বৃদ্ধির বিষয়টি উদ্বেগজনক। এছাড়া শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের হার আরো বাড়াতে হবে। তিনি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি আদায়ের প্রতি গুরত্বারোপ করেন এবং আদায় কম হলে Fund Circulation বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানান। আমাদের ঋণ Supervision এর উপর নির্ভর করে বলে যথাযথ Monitoring এর মাধ্যমে ঋণ আদায় করতে হবে বলে জানান। তিনি আরো বলেন, ব্যাংকের ঋণ Public Money । এক্ষেত্রে এগুলো আদায় করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যেটা একেবারেই আদায় সম্ভব হবে না তা প্রধান কার্যালয়ে সুদ মওকুফ, রিশিডিউল ও অবলোপনের জন্য পাঠাতে পরামর্শ প্রদান করেন। সর্বোপরি তিনি সবাইকে আরো আন্তরিক ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করে ব্যাংকটিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি জনাব কানিজ ফাতেমা এনডিসি এর বক্তব্য:

শুরুতেই ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়, সকল বিভাগীয় প্রধান, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের ও "ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা- ২০২০" এ উপস্থিত সবাইকে শুভ সকাল, আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে সম্মানিত প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান মহোদয় তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি ব্যাংকের শুভযাত্রায় তাকে সহযোগী করে নেয়ার জন্য, পরিবারের একজন করে নেয়ার জন্য সবার প্রতি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ব্যাংক ০৬ মাসে লাভ করেছে ঠিকই তবে কতগুলো Indicator এ পিছিয়ে গেছে। তাই সকলকে Analysis এর মাধ্যমে ব্যাংক ভাল, না খারাপ অবস্থায় আছে তা বিচার করতে বলেন। তিনি বলেন, আমাদের সময় হয়েছে কৌশলী হওয়ার কিন্তু আমাদের যে দুর্বল জায়গাগুলো রয়েছে তার খবর আমরা রাখছিনা। শুধু লাভের পিছনে ছুটলেই হবে না অন্যান্য দুর্বল দিকগুলোর প্রতিও নজর দেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, আপনাদেরকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে ১ টাকাকে কীভাবে ১০০ টাকায় রূপান্তর করা যায় তার কৌশল বের করতে হবে, মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করতে হবে, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন হতে হবে ও পারস্পরিক সহমর্মিতা থাকতে হবে। তিনি আজকের পর্যালোচনা সভার পরে যাদেরকে প্রয়োজন তাদেরকে নিয়ে CL এর কেস টু কেস ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে এর Failure বা ব্যর্থতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে মতবিনিময় সভার আয়োজনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে পরামর্শ প্রদান করেন। আমাদের দেশের স্বাধীনতার পিছনে যাদের আত্মত্যাগ রয়েছে তাদের সবার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু যুব ঋণের সাফল্য কামনা করেন। পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

উপমহাব্যবস্থাপক, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা:

বক্তব্যের শুরুতেই তিনি ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৭৯টি শাখা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বিতরণের ৪৫১.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ২২৫.০০ কোটি টাকা যা ৫০%। আদায় ৩৬৭.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ২০১.০০ কোটি টাকা যা ৫৫% এবং মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩১.৯৫ লক্ষ টাকা অর্জন হয়েছে ১৪.৭৯ লক্ষ টাকা যা ৪৬%। মুনাফা অর্জন সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি চলতি অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। CL ঋণ কমানো সম্ভব হবে বলে জানান। বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ এ পর্যন্ত ৪৪টি ঋণ ৬৭ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে বলে জানান। সর্বশেষ তিনি এ ধরনের পর্যালোচনা সভা আয়োজনের জন্য সবাইকে ধন্যবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন ।

উপমহাব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম:

বক্তব্যের শুরুতে অত্র অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ঋণ বিতরণের ২৬৭.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ১২০.০০ কোটি টাকা যা ৪৫%। ঋণ আদায় ২৩৫.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ১০৭.৭০ কোটি টাকা যা ৪৬% অর্জন করা সম্ভব হয়েছে । জুন/২০২০ এর মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ সন্তোষজনক পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হবে । এছাড়া তিনি উল্লেখ করেন যে, CL বৃদ্ধি পেয়েছে ৭টি শাখায়। চট্টগ্রাম বিভাগে CL সবচেয়ে বেশী থাকলেও (৮%) ৩০.০৬.২০২০ তারিখে CL বৃদ্ধি পাবেনা বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে বলে জানান। বিভাগে ০১টি শাখা (ফটিকছড়ি, নতুন শাখা) Loss করেছে, যা আগামীতে লাভে থাকবে বলে জানান। বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ ২৩টি বিতরণ করা হয়েছে যার পরিমাণ ৩৭ লক্ষ টাকা । আমানত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (শিপিং কর্পোরেশন, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা) যোগাযোগ করা হচ্ছে। সর্বশেষে অঞ্চলের সবাইকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন ।

উপমহাব্যবস্থাপক, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী:

উপস্থিত সবাইকে সম্বোধনপূর্বক সালাম প্রদান করে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তার বিভাগের বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩২৮.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ১৭৫.০০ কোটি অর্জন করেছেন যা ৫৩%। ঋণ আদায় ২৬০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ১৫৭.৭০ কোটি টাকা যা ৬০%। তিনি বিতরণ ও আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১০০% অর্জন করা সম্ভব হবে বলে জানান। তবে CL ৫০% করা সম্ভব হবে কারণ বর্তমানে যে CL রয়েছে তা কোনো কৌশলেই আদায় সম্ভব হচ্ছে না। অবলোপনকৃত ঋণ লক্ষ্যমাত্রার ৫০% অর্জন করবেন বলে জানান। পরিশেষে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

উপমহাব্যবস্থাপক, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা:

সম্বোধনপূর্বক সালাম প্রদান করে তার বক্তব্যের শুরুতে তিনি তার বিভাগের বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৪২.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ১৭২.০০ কোটি অর্জন করেছেন যা ৫০%। ঋণ আদায় ২৪৭.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ১৬২.০০ কোটি টাকা যা ৬৬%। আগামী জুনের মধ্যে ০৬টি অঞ্চলের বিতরণ ও আদায় শতভাগ অর্জনের আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৪০টি যার পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা।

ব্যবস্থাপক, প্রধান শাখা, ঢাকা:

সম্বোধনপূর্বক সালাম প্রদান করে তার বক্তব্যের শুরুতে তিনি বঙ্গবন্ধু যুব ঋণগ্রহীতার বয়সসীমা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী করার জন্য প্রস্তাব দেন। এছাড়া তিনি বলেন, প্রশিক্ষন প্রদানের কোনো Centre মেট্রোপলিটন এলাকায় না থাকায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঋণগ্রহীতা পাওয়া কঠিন হবে ।

কর্ম অধিবেশন:

এ অধিবেশনে অঞ্চলভিত্তিক ৩০.০৬.২০২০ এর মধ্যে খেলাপী ঋণ, CL, Write Off ও WCL রোধ করার বিষয়ে অঞ্চলপ্রধানগণ আলোচনা করেন। অঞ্চলপ্রধানগণ সকলেই CL ঋণ ৩০.০৬.২০১৯ তারিখের তুলনায় ৩০.০৬.২০২০ তারিখে কম হবে মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যঃ

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার শেষ পর্যায়ে বিশেষ অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্মসংস্থান ব্যাংকের সার্বিক কর্মকান্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক আমানতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে বড় অংকের ডিপোজিট নেয়ার কথা বলেন, এতে ব্যাংকের ফান্ডের সংস্থান হবে বলে মনে করেন। শুধুমাত্র শাখা ব্যবস্থাপক নয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধানগণকে ডিপোজিট কালেকশন করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মাসিকভিত্তিক কোন কোন প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা হয়েছে তা রিপোর্ট আকারে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, চেয়ারম্যান মহোদয় শত ব্যস্ততার মাঝেও ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় সারাদিন উপস্থিত থেকে পর্যালোচনা সভাকে আরও সমৃদ্ধ ও সার্থক করেছেন এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি কোনো শাখা বা অঞ্চল সকল পর্যায়ে ১০০% টার্গেট অর্জন করে থাকলে অর্জনকারীকে বোর্ডের অনুমতিক্রমে পুরস্কার প্রদানের কথা বলেন এবং ব্যবস্থাপক বা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক -কে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে Motivation করা যেতে পারে বলে জানান। তিনি বলেন, কনফারেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শুধুমাত্র অংশগ্রহণ ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ না থেকে মাঠপর্যায়ে প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন।

তিনি মাঠ পর্যায় থেকে সকল তথ্য প্রধান কার্যালয়ে যথাসময়ে প্রেরণের জন্য বলেন, এতে ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে জানান । তিনি আরো বলেন, সব কাজে লাভ হবে তা নয়, প্রচারেই প্রসার। ব্যাংকের সাইনবোর্ড দৃষ্টিগোচর স্থানে লাগানোর উপর জোর দেন। এক্ষেত্রে ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে রোডে কোনো সাইনবোর্ড না থাকায়, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে রোডসহ সমগ্র বাংলাদেশের হাইওয়ে রোডের পার্শ্বে শাখা খোলা ও সাইনবোর্ড লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, একমুখি কাজ দিয়ে একটি ব্যাংক চলতে পারে না, তাই বিভিন্নমুখী কাজের পরিকল্পনা করতে হবে। তাহলেই এ ব্যাংক এক সময় বটবৃক্ষ হবে। এখন হতে বিকল্প পথ বের করতে হবে এবং CL ফ্রি শাখার টার্গেট নিতে হবে। তিনি ফরেন রেমিট্যান্স পেমেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি ও SMS এলার্ট প্রদানের মাধ্যমে Income বাড়ানোর কথা বলেন। সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া ও প্রডাক্ট চালুকরণের ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে বলেন। পরিশেষে, তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন ও সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ দেন এবং বঙ্গবন্ধু যুব ঋণের সফলতা কামনা করে ও পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য শেষ করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যঃ

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান মহোদয় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং চিহ্নিত সমস্যার মধ্যে যেগুলো সমাধানযোগ্য সেগুলো এখন হতেই বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন । একইসাথে ব্যাংকের প্রচার বাড়ানোর কথাও উল্লেখ করেন । ব্যাংকের কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কর্মীদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং Self analysis এর বিষয়ে গুরত্বারোপ করেন। তিনি যুব ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বুঝে-শুনে ঋণ বিতরণ এবং সকলকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে কর্মসূচী সফল হবে বলে মনে করেন। পরিশেষে তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা ও সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যঃ

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার সমাপনী বক্তব্যে পর্যালোচনা সভার সভাপতি সকাল থেকে অনেক ধৈর্য্য ধারণ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ ব্যাংকের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ইত:পূর্বের সকল চ্যালেঞ্জে সফলকাম হওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি এই চ্যালেঞ্জেও জয়ী হবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, চেয়ারম্যান মহোদয় শত ব্যস্ততার মাঝেও ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় সারাদিন উপস্থিত থেকে পর্যালোচনা সভাকে আরও সমৃদ্ধ ও সার্থক করেছেন এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অভিজ্ঞতার ভান্ডার কাজে লাগিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো ইনশা-আল্লাহ্ । ব্যক্তিগত আমানত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি আছে মর্মে উল্লেখ করে ছোট ছোট আমানত নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন । তিনি আরো উল্লেখ করেন, আমাদের নির্ধারিত রেটে আমানত গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুমোদনক্রমে-

(মাহমুদা ইয়াসমীন)
উপমহাব্যবস্থাপক
শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
তারিখঃ .০২.২০২০

সূত্র নং-কেবি/প্রকা/শানিবি-২১(অংশ-০৩)/২০১৯-২০/ ৫৬৭ (৬০৬)

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি (সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে কপি সংগ্রহ করার অনুরোধসহ):

০১. স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০২. স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০৩. স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০৪. সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে), কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০৫. উপমহাব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা;
০৬. বোর্ড সচিব, পর্ষদ সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
০৭ বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা;
০৮. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক;
০৯. সকল শাখা ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক;
১০. অফিস নথি ।

০৬।০২।২০২০
(মোঃ জাহিদুল হক খান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক